দৈনিক জনতা

তারিখ 07 SEP 1987

পৃষ্ঠা ৬

৩৫

াক্ষরতা নারী প্রগতি এবং শিক্ষিত

নারী সমাজ

ডঃ বেগম জাহান আরা

বেশিদিনের কথা নয় মাত্র াশ বছর আগে যে গুটিকয় গ্যাবান মহিলা শিক্ষার লোয় স্নাত হয়ে বহির্বিশে জেদের প্রতিভা বিকাশের াগ করে নিয়েছিলেন, তাঁ- র মুখ থেকে যদি সেকালের াৎ তাঁদের শৈশবের হিনী শোনা যায় তাহলে য়ে স্তম্ভিত হতে হয়। কি রিসীম পারিবারিক এবং মাজিক প্রতিকূলতা এবং দুর্লঙ্ঘ ধর্মীয় প্রতিবন্ধ বলয় টে তাঁরা বেরিয়ে এসেছেন প্রায় রূপকথার কাহিনীর াই। বেগম রোকেয়ার তো আমরা সবাই জানি। বারের ঘনিষ্ঠ সদস্য নয় ন আত্মীয় মহিলাদের সাম- তাঁকে যেতে দেয়া হতো এমনি কঠোর ছিল বেগম কেয়ার পারিবারিক পর্দা- । গভীর নিশীথের নিস্তব্ধ রে পরিবারের সদস্যদের কয়ে বদ্ধঘরে মোমবাতির ণ আলোয় তিনি পড়া শিখ- ন। কারণ তিনি জীবনের ভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরে- ছলেন যে, শিক্ষা মানুষকে ।আত্মবিশ্বাস দেয়, জ্ঞান দেয়, াবিকানির্বাহের যোগ্যতা দেয়। য় মুক্ত বুদ্ধি চর্চার সুযোগ দেয় জীবনবোধ, দেয় আত্মশক্তি াবিষ্কারের শাণিত ক্ষমতা। ক্ষা না হলে মানব জন্মের ার্থকতা বোঝা যায় না, সৃষ্টি হস্য বোঝা যায় না, স্রষ্টাকে ঝা যায় না, এমনকি আধ্যাত্ম সাধনার ঠিকানাও চনা যায় না। তাই শুধু নিজে শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি, আমৃত্যু আপষহীন সংগ্রাম করে- ছেন নারী শিক্ষার জন্য।

এখন বলতে গেলে সেই ভয়া- বহ অবস্থার অবসান হয়েছে। নারী শিক্ষা এখন আর অন্যায় নয়। সমাজ কিংবা ধর্মের দণ্ড দিয়ে তেমন কোন প্রতিপক্ষ এখন আর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে না। আধুনিক বিশ্বে বি- জ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রচার ও ব্যবহার মানুষের সংস্কারকে নিত্য আঘাত হানছে। আঘাত হানছে অন্ধকার জগতের জগদ্দল পাথরের উপর। শিক্ষার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার জন্যে এখন আর মাথা কুটতে হয় না মানুষের দ্বারে দ্বারে। কিন্তু তবুও উন্নত বিশ্বের সঙ্গে উন্নয়ন- শীল বিশ্বের বিরাট পার্থক্য। যেখানে সাক্ষরতার হার শতকরা আশি নব্বই ভাগ, আমাদের দেশে সেখানে তা মাত্র পঁচিশ- ছাব্বিশ ভাগ। অর্থাৎ আমা- দের দেশে একশ' জন লোকের মধ্যে মাত্র পঁচিশ-ছাব্বিশ জন সাক্ষরতার আওতাভুক্ত। বাকিরা এখনও অন্ধকারে। চোখ থাক- তেও তারা দৃষ্টিহীন। এদের মধ্যে আবার নারীর সংখ্যাই অধিক। অতীতের পর্দা প্রথার চেয়েও এই তমসার চিত্র কি কম ভয়াবহ? উন্নত বিশ্বের জনগোষ্ঠী তো তাই মনে করেন।

শিক্ষার পথ ধরেই আসে মুক্তি, প্রগতি, সমৃদ্ধি, শ্রী ইত্যাদি। বর্তমানের পৃথিবী নারী প্রগতি তথা নারী মুক্তি আন্দোলনে উদ্বেল। সে আন্দোলনের ঢেউ বাংলাদেশেও এসেছে। আন্দো- লিত হয়েছে সৌভাগ্যবান শিক্ষিত মহিলা সমাজ। যাঁরা দেশের সমগ্র নারী সমাজের অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। বাকি অংশ এখনও জানে না সাক্ষ- রতা কি, সাক্ষরতার আওতা- ভুক্ত হওয়া তো দূরের কথা। সুতরাং উন্নত বিশ্বের সঙ্গে উন্নয়নশীল বিশ্বের পার্থক্য প্রসঙ্গ না তুলে যদি দেশের বৈষম্য প্রসঙ্গ ধরে টান দেয়া যায় তাহলেও তো দেবার মতো জবাব নেই। কিন্তু কেন এমন অবস্থা?

আমাদের দেশে বর্তমানে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমাজ সেবার কাজ করছে। এবং প্রায় প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান বা সংঘেরই আছে সাক্ষরতার বিশেষ কর্মসূচী। এবং এই কর্মসূচী পরিচাল- নার জন্যে নানা উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহের নিশ্চয়তাও আছে অনেক সংঘের। কিন্তু যতোটা কাজ হওয়ার কথা ততোটা হচ্ছে কি? দূর অতীতের কথা বাদ দিলেও যদি স্বাধীনতা উত্তরকালের হিসাব-নিকাশে আসা যায় তাহলেও দেখা যায় কাগজ-কলমের হিসাব আর বাস্তব হিসাবে বিস্তর ফাঁক। তাই বা কি করে হয় এবং কেন হয়? এসব প্রশ্ন আজ অনেকেই তুলছেন।

তাছাড়া স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলো পরিচালনা করেন দেশের ই শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। তা সে পুরুষ বা মহিলা পরিচালিত সংগঠন—যাই হোক না কেন। অতএব শিক্ষিত জনগোষ্ঠী যে সাক্ষরতার কর্মসূচী গ্রহণ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো ছড়াতে চাইবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। এবং এও সত্যি যে তারা অর্থাৎ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মীরা ভালো করেই বোঝেন, শিক্ষার আলো ছাড়া মানুষরূপী প্রাণী- দের মধ্যে জীবন বোধ জাগ্রত করাসম্ভব নয়। প্রগতি উন্নতিতো তারপরের কথা। আর এ কথাও তাঁরা জানেন যে চার পাশের মানুষ যদি অন্ধকারে থাকে তা- হলে আলোকোজ্জ্বল স্থানের প্রভাও ক্ষুন্ন হয় বহুলাংশে। তার পরও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর সাক্ষরতা কর্মসূচীর এ হেন শিথিল গতি কেন? সরকারি ব্যবস্থায় পরিচালিত প্রসঙ্গ না টেনে আজ শুধু আমাদের তথা শিক্ষিত মহিলা সমাজের দায় দায়িত্ব সম্পর্কেই কিছু আলোচনা করতে চাই। প্রশ্ন জাগে, আমরা কি স্বাক্ষরতা তথা শিক্ষা এবং প্রগতির সংযোগ অথবা শিক্ষার সঙ্গে প্রগতির সম্পর্ক বুঝি না? যদি বলা হয়— না তাহলে মিথ্যা ভাষণ হবে। যদি বলা হয়— হাঁ, তাহলে কর্তব্যচ্যুতির অপরাধে দায়বদ্ধ হতে হবে। এবং এই উভয় সঙ্কটকে এড়িয়ে যাবার জন্যে তৃতীয় বিকল্প কোন উত্তর আমাদের আপাতত জানা নেই। তবে এ কথাও ঠিক যে উন্নয়ন- শীল বিশ্বে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে তথা সাক্ষরতার জন্য যথাযোগ্য পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি। এ প্রসঙ্গের আলোচনা যথাস্থানে করা হবে।

...আমাদের ...দেশের দৃষ্টান্ত— দিয়েই বলা যাক। দারিদ্র্যপীড়িত দেশে শিক্ষার অবকাশ এখানে কম। প্রাণান্ত কা
বিনিময়ে যাঁরা
জীবন যাপন ক
তাঁদের কাছে বাহুল
হয়। সে জন্য কোথা
সাক্ষরতা কর্মসূচীর
ব্যক্তিদের যৎসামান্য
বস্ত্র প্রদানের ব্যবস্থ
বিশেষ করে মহিলা প
সংগঠনে মহিলা শি
জন্যে এ রীতির ব্যাপ
আছে। এ রীতি
না মন্দ সে তর্কে না
বলা যায়, যদি বস্তুগ
লাভের আশায় মহিলা
ক্ষরতার প্রতি আগ্রহী হ
হলেও নিন্দার কিছু নেই
পক্ষে বস্তুগত লাভের
তেই তো আমরা ছেলে
দের এম,এ,বি,এ, পাশ
চাই। সুতরাং বস্তুগত
প্রলোভনটা একই
সংজ্ঞায় পড়ে, পার্থক
আকারে এবং প্রকারে

পূর্বসূত্র ধরে বল
আমাদের দেশে সাক্ষর
সূচীর জন্যে যথাযোগ্য
অর্থে গবেষণা প্রসূত
বিজ্ঞান সম্মত বইপত্রে
বোঝাতে চেয়েছি। য
অভাব আছে এখনও।
দেশব্যাপী সাক্ষরতা ক
পাঠ পরিকল্পনাও এ
নয়। ফলে দেখা যায়
মান এবং প্রায়োগিক যে
দিক থেকেও স্বাক্ষর জন
মধ্যে বিভিন্ন প্রকার
বিদ্যমান। এটাও
নয়। বিশেষ করে মহি
এক্ষেত্রে বেশি পিছিয়ে
সংসারের শত ঝামেলা
ব্যস্ত জীবনে শিক্ষার
নিয়ে ভাবনার সময় ত
সবচেয়ে কম। তাই মহি
জন্যে স্বাক্ষরতা কর্মসূচী
যেমন কম হওয়া উচি
নি তা হওয়া উচিত
ঘনিষ্ঠ এবং সহজ। যা
সন্তান সন্ততি প্রতিপা
পরিবারের স্বাস্থ্য পুষ্টি
বিষয়ে অল্প সময়ের মধ্যে
রণ জ্ঞান লাভ করতে
এমন শিক্ষা দান প্রথমে
জন। ফলে মহিলারা
লালন-পালনের সাধার
বিধি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নত
গুন, রান্নায় পুষ্টি রক্ষা, শা
ছোট মাছ খাওয়ার সুফ
ক্রি-পরিবার ছোট রাখার
জন জীবনের অভিজ্ঞত
বুঝতে পারবে। শুধু
বিদ্যাই যে সাক্ষরতার
কাঠি তা নয়। জীবন
সব শিক্ষার পাশাপাশি
করা এবং সংসারের ছো

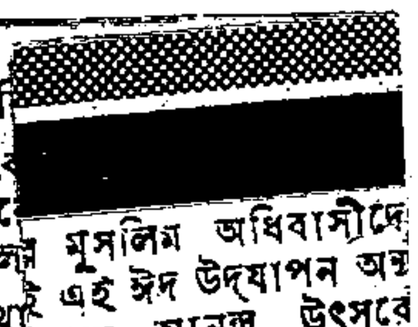

মুসলিম অধিবাসীদে
এই ঈদ উদযাপন অ
প্রধান আনন্দ উৎসবে
বাংলাদেশেও এর ব্যতি
য়। ঈদুল আজহার আ
মুসলিমরা একমা
রোজা রাখেন। এ
ত্রিশদিন (চাঁদের ও
করে, কখনও কখ
কমেও হয়) তাঁ
প্রত্যুষ থেকে সন্ধ্যা প
করেন ইসলাম ধর্মে
অনুযায়ী।" একই
ন সাংবাদিকের প
নের ভুল করা নেহ
দুঃখজনক ঘটনা।
ঘটনার কারণ হ
আমরা মুসলিম সংস্থ
র মূলনীতি বিষয়গু
লেখাপড়া করা থে
রয়েছি। এখন ধ
অর্জনকে অনেকেই প্র
চিন্তাধারা বিরোধী ব
রেন। ফলে আধু
ধর্মীয় জ্ঞান স
সংখ্যা দিন
যাচ্ছে। আমরা ধ
র্মির বিরুদ্ধে। আ
করি ধর্মান্ধতা সমা
করে। কিন্তু সাথে স
স্বীকার করতেই
আমাদের সমাজ ব্যব
কর্তব্যবোধ জাগ্রত ক
ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা
একান্ত অপরিহার্য। ধ
র অভাবে মানুষ
ক চিনতে পারেনা। মু
রে জন্মগ্রহণ করলেই
হওয়ার গ্যারান্টি অ
যায় না। একজন মু
ক তাঁর ঈমান ও আ
ক সম্যক জ্ঞান অর্জন
জন। উল্লিখিত জ্ঞা
বের ফলে ত্রিশ রো
ঈদুল আজহার আবি
ইত্যাদি প্রান্তিমূলক
ন লিখে প্রেসাকর অ
করা কোনক্রমেই বা

য়কর ব্যাপার এই, এ
রে কোনোদিনও তাঁ
ন আপেক্ষ শুনিনি।
ছেন। তাঁর স্বদেশ
ছেন স্বদেশের ইষ্টানিষ্ট
বন্ধুটির পরিচয় পেয়ে
উ ঈষৎ হাস্যোজ্জ্বল